# কন্যাশিশু বার্তা

## আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩
## বিশেষ সংখ্যা

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

# কন্যাশিশু বার্তা : আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩
# বিশেষ সংখ্যা

**সম্পাদনা**
নাসিমা আক্তার জলি

**নির্বাহী সম্পাদক**
নেসার আমিন

**সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য**
অধ্যাপক লতিফা আকন্দ
জনাব মেহেদী হাসান

**জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম**
৩/৭, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮১১২৬২২, ৮১২৭৯৭৫
ফ্যাক্স: ৮১১৬৮১২
www.girlchildforum.org

**এ সংখ্যায় যা থাকছে.....**


- ❖ প্রসঙ্গ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩
- ❖ বাংলাদেশে নারীদের এগিয়ে চলা: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
- ❖ সম্মাননা স্মারক পেলেন দুই কৃতি নারী
    - ➢ জোবেরা রহমান লিনু
    - ➢ সারাহ আফরিন
- ❖ কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন
- ❖ দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন
- ❖ জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নারী দিবস উদযাপন

## সম্পাদকীয়

## প্রসঙ্গঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিন নারী সমাজের মধ্যে মিল-বন্ধনের দিন, নারী আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশের দিন এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি মূল্যায়নের দিন। একইসাথে সমাজ উন্নয়নে নারীরা যে সব বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তা নির্ণয় করার দিন।

তবে দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে মজুরি বৈষম্য ও কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় নামেন সূতা কারখানার নারী শ্রমিকরা। বিনিময়ে তাদের সইতে হয় সরকারি বাহিনীর নির্যাতন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রতিবছর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। এরপর ১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়।

জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের প্রায় সব দেশে দিবসটি উদযাপন শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান ও অগ্রযাত্রাকে অবারিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট একটি আহ্বানকে সামনে রেখে দিবসটি পালন করা হয়। এবার নারী দিবস পালনে জাতিসংঘের মূল প্রতিপাদ্য, "A promise is a promise: Time for action to end violence against women।" জাতিসংঘের মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম প্রতিপাদ্য ঠিক করে "এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর।"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেন, 'সকল রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের জন্য এই শাশ্বত বাণী প্রযোজ্য হবে যে, নারী নির্যাতন কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়, কখনো অজুহাত হতে পারে না এবং এটা আর মেনেও নেয়া হবে না।'

ইউনেস্কোর মহাসচিব ইরিনা বোকোভা নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং নারীর অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা এখনও বলবৎ আছে, তা নির্মোহভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাই এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য'। তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বব্যাপি নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতাই হলো নারী অধিকারের সবচাইতে মারাত্মক লঙ্ঘন। স্থান ও কালভেদে সহিংসতার ধরন ভিন্ন হলেও ফলাফল সব ক্ষেত্রেই অভিন্ন। আর তা হলো নারীর মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চরম বরখেলাপ।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের নেয়া প্রতিপাদ্য হলো 'নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার।' ৮ মার্চ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নারী দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতি গঠনের সকল কর্মকান্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কাজে সহযোগিতা করতে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, যদিও নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য উন্নত বিশ্বের সমান নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেক উন্নত দেশের চেয়ে কম নয়। বর্তমানে জাতীয় জীবনের সকল পর্যায় তথা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও নারীরা নিজেদের

অবস্থান সুসংহত করেছে। এভারেস্ট চূড়া জয় করেছে। মোটকথা হলো আমাদের নারীরা কোনো ক্ষেত্রেই আর পিছিয়ে নেই।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। যে সব নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয় তারা চিকিৎসা সেবা, পুলিশ ও আইনি সহায়তার পাশাপাশি ডিএনএ পরীক্ষা, শারীরিক ও সামাজিক সেবা ও আশ্রয় সুবিধা পাচ্ছে। তাছাড়া যে কোনো সংকটে নারী ও শিশুদের সহায়তায় মহিলা অধিদপ্তরে ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার (এনএইচসি) স্থাপন করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপন করে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এর সহযোগী সংগঠনসমূহ। ৯ মার্চ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানী ঢাকায় দিবসটি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, নারীরা শিক্ষিত হয়ে ওঠছে এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠছে। এরফলে রাজনীতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। আর নারী সমাজের এ অগ্রযাত্রায় ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম। তাই নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ফোরামের আন্দোলন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন বক্তারা।

**প্রধান প্রবন্ধ**

# বাংলাদেশে নারীদের এগিয়ে চলা: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

নেসার আমিন

স্বাধীনতার পর থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটাই নেতিবাচক। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। বাংলাদেশ আজ মাথায় অনেক সাফল্যের মুকুট পরে ওঠে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন কূটনীতিবীদ হেনরি কিসিঞ্জারের সেই উক্তির 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক 'এশিয়ার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' (বিশ্বব্যাংকের জেন্ডার উন্নয়ন সিরিজ, ২০০৮) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর বাংলাদেশের এ রূপান্তরের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করেছে নারীদের অনন্য ভূমিকা।

সব সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে বাংলাদেশের নারীরা আজ ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে উন্নয়নের অংশীদার। এরফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনোভাবের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে যে উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ ধারণা যেমন সরকার অনুধাবন করতে পেরেছে, তেমনি উপলব্ধি করতে পেরেছে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত আছেন দু'জন নারী। নবম জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ১৯ জন এবং সংরক্ষিত আসনে সদস্য আছেন ৫০ জন। এ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি বিষয়ে স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সংসদের কার্যক্রমে তাদের অংশীদারিত্ব ও উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবম জাতীয় সংসদের ৪৮টি কমিটির মধ্যে ৪২টিতে অর্থাৎ ৮৭.৫% কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। মন্ত্রিপরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন ১৬.৩৬% নারী। এ ছাড়া সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিপুলসংখ্যক নারী নির্বাচিত হয়েছেন; যারা অবদান রাখছেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে; যা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণই বহন করে।

'ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন'র ২০১২ সালের এক গবেষণা মতে, রাজনীতিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের চেয়ে বেশি। সংসদে নারীর উপস্থিতির ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান যেখানে ১০৫, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম।

বাংলাদেশের নারীরা নিজ মেধা আর যোগ্যতার বলে আসীন হয়েছেন প্রশাসনের উচ্চ পদে। খাদ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুশফেকা ইকফাত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের মহাপরিচালক পদে আছেন ফাহিমা খাতুন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক হিসেবে আছেন শামসুন নাহার। পুলিশ প্রশাসনে ডিআইজি ফাতেমা বেগম ও রওশন আরা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে।

বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষিত হয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠছে এবং অন্য নারীদেরও সচেতন করে তুলছে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি স্তরে নারীদের শিক্ষার হার পুরুষের শিক্ষার হারকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষকতা পেশায়ও বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ। নীচে এ সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

**নারী শিক্ষার হার (তুলনামূলক পরিসংখ্যান):**

| নং | শিক্ষার স্তর | নারী শিক্ষার হার ও সাল | নারী শিক্ষার হার (২০১১ সাল) |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রাথমিক | ৩১.৮% (১৯৭০ সাল) | ৫০% |
| ২ | মাধ্যমিক | ১৮.৪% (১৯৭০ সাল) | ৫৩% |
| ৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | | ৪৭% |
| ৪ | কারিগরি শিক্ষা | ৪.৩% (১৯৮০ সাল) | ২৭% |
| ৫ | উচ্চ শিক্ষা | ২৭.১% (১৯৮০ সাল) | ২৯% |

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

**শিক্ষকতা পেশায় নারী শিক্ষিকার হার (তুলনামূলক পরিসংখ্যান):**

| নং | শিক্ষার স্তর | নারী শিক্ষিকার হার ও সাল | নারী শিক্ষিকার হার (২০১১ সাল) |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রাথমিক | ২.২% (১৯৭০ সাল) | ৪৯% |
| ২ | মাধ্যমিক | ৭.২% (১৯৭০ সাল) | ২৩% |
| ৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | | ২২% |
| ৪ | কারিগরি শিক্ষা | ২.৮% (১৯৮০ সাল) | ১৯% |
| ৫ | উচ্চ শিক্ষা | ১৬.২% (১৯৮০ সাল) | ২৩% |

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। নারী শিক্ষায় ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে এবং প্রতিবেশী দেশ (বাংলাদেশ) থেকে অনেক ক্ষেত্রেই

শিক্ষা নেয়ার আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গত ৫ জানুয়ারী কোলকাতার শান্তি নিকেতনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে অর্মত্য সেন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নকেই চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক বেশি নারী শিক্ষক রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা অনেক। এমন কি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও ইউনিয়নের মধ্যেও নারীদের আধিক্য রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকের সব ক্ষেত্রেই মূলত: এ নারীরাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছেন বলেও মন্তব্য করেন অমর্ত্য সেন।

অমর্ত্য সেনের বক্তব্যের সত্যতাও আমরা দেখতে পাই। যেমন, ২০১০ সাল নাগাদ দেশে প্রতি এক লাখ জীবিত শিশু জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪-তে নেমে এসেছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে মাতৃমৃত্যুর হার ১৪৩-এ নামিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করছে। এ ছাড়া শিক্ষায় লিঙ্গ বা জেন্ডার সাম্য অর্জন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, টিকাদান কর্মসূচি, বিশ্বে মাতৃদুগ্ধ পানের প্রবণতার দিক থেকে বিশ্বের ৫১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে নিয়ে যাওয়া, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সূচক অর্জনেও নারীর অবদান রয়েছে।

স্বাধীনতার ৪২ বছরে বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন হলো, নারীরা শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে কর্মমুখী হয়েছে। তারা উদ্যোগী হয়ে কাজ শিখছে এবং এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠছে। তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে অন্যতম নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় রয়েছেন আমাদের নারীরা। এ শিল্পের মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, কৃষি, শিল্প, অফিস আদালতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী নিযুক্ত আছেন। ১৯৭৪ সালে যেখানে সমগ্র কর্মশক্তির মাত্র ৪ দশমিক ১ শতাংশ ছিল নারী, ২০১০ সালে সেটি বেড়ে হয়েছে ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোটা দাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২০ শতাংশে রয়েছে নারীর অবদান।

দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ২০ থেকে ৩০ হাজার নারীকর্মী বিদেশে যাচ্ছেন। শ্রমকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মোট অভিবাসী শ্রমিকের ১৩.৯ শতাংশ নারী; যারা তাদের আয়ের প্রায় ৭২ শতাংশই দেশে পাঠিয়ে থাকেন। তবে প্রতিবছর তারা ঠিক কি পরিমান অর্থ দেশে পাঠিয়ে থাকেন, তার একটি পরিসংখ্যান থাকলে এ খাতে নারীর অবদান আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্য নির্ভরতা কমিয়ে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রেও মজুরিবিহীন পারিবারিক কৃষি শ্রমিক হিসেবে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। এর পাশাপাশি নারীরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে। এর মাধ্যমে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠছে এবং সমাজের অবহেলিত নারীরা কাজের সুযোগ পাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশের প্রায় ৫ হাজার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় প্রায় আড়াই কোটি। যার ৯০ শতাংশই গ্রাহকই নারী।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের নারীরা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ৩৫ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার বাংলাদেশের বিবি রাসেল এ দেশের তাঁত শিল্পকে নিয়ে গেছেন বিশ্ব দরবারে। দেশকে পরিচিত করেছেন বিশ্ব বাজারে।

স্থাপত্য শিল্পেও নারীর অর্জন কম নয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে তাদের নকশায় তৈরি স্থাপত্য শিল্পের নান্দনিকতা ও উপযোগিতা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এ শিল্পে অবদান রাখছেন রাজধানীর গুলিস্তানে অবস্থিত নগর ভবনের স্থপতি লাইলুন নাহারসহ বেশ কিছু নারী। স্থাপত্যের পাশাপাশি ভাস্কর্য নির্মানেও নারীরা অসামান্য অবদান রাখছেন। বাংলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্করের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে শামীম শিকদার ও আইভি জামান উৎসাহ যোগাচ্ছেন অন্য নারীদের।

বাংলাদেশের উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। নারীরা বর্তমানে তাদের যোগ্যতা দিয়ে উচ্চ আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশে প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্মের সাফল্য লাভকারী চিকিৎসক একজন নারী পারভীন ফাতিমা। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন এ সফলতা।

গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকতায়ও রয়েছে আমাদের নারীদের সরব পদচারণা। নারী তার মেধা, পরিশ্রম আর সৌন্দর্য দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও উপস্থাপনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে। দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নারীরা অবদান রেখে চলেছে। সঙ্গীতে একজন রুনা লায়লা কিংবা একজন সাবিনা ইয়াসমিন দেশকে দিয়েছেন অনেক কিছু। সাহিত্য অঙ্গনে পুরুষের পাশাপাশি আজ উচ্চারিত হয় রাবেয়া খাতুন, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন ও

নাসরিন জাহানের নাম। তাহমিনা আনাম তাঁর 'গোল্ডেন এজ' এর মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিশ্ব সাহিত্যে।

চলচ্চিত্র নির্মাণেও এগিয়ে আসছেন আমাদের নারীরা। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা সারা আফরীন নির্মিত 'শুনতে কি পাও' নন্দিত হয়েছে বিশ্ব দরবারে। বার্লিন ট্যালেন্ট ক্যাম্পাসের সম্পাদনা ল্যাবে মাত্র ৯টি ছবির মধ্যে আমন্ত্রিত হয় 'শুনতে কি পাও'। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের কোনো অংশে এটাই ছিলো কোন বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের প্রথম অংশগ্রহণ।

দৃঢ় মনোবল নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে সফলতার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের অকুতোভয় নারী নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজরীন। সব প্রতিকূলতাকে পেছনে ঠেলে ও বিপদসংকূল পরিবেশকে জয় করে এভারেস্ট শৃঙ্গে উড়িয়েছেন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনেও নারীদের সাফল্য কম নয়। শুটিং, দাবা, সাতার ও ব্যাডমিন্টনে দেশের নারী ক্রীড়াবিদরা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। টেবিল টেনিস তারকা জোবেরা রহমান লিনু হয়েছেন গিনেস রেকর্ডধারী। একজন কৃতি খেলোয়াড় সালমার নেতৃত্বে ক্রিকেট খেলায়ও এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের নারীরা।

নিজ গুনে বাংলাদেশের নারীরা দেশে-বিদেশে অর্জন করেছেন নানান পুরস্কার ও স্বীকৃতি। এশিয়ার নোবেল নামে খ্যাত ফিলিপাইনের র‍্যামন ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন তহরুন্নেসা আব্দুল্লা ও অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। সর্বশেষ এ পুরস্কারটি জয় করেছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিধি বহির্ভূতভাবে জাহাজ ভাঙার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় সংগ্রামী এ নারীকে দেয়া হয়েছে 'গোল্ডম্যান এনভায়রন মেন্টাল অ্যাওয়ার্ড।' সম্প্রতি দেশের দক্ষিণের জেলা নোয়াখালীতে গান্ধী আশ্রম পরিচালনা ও সমাজ সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের অন্যতম বেসামরিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'পদ্মশ্রী'-তে ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশি নারী ঝর্ণাধারা চৌধুরী।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীরা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে উপরোক্ত পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। সাফল্যের এ তালিকা তুলে ধরার কারণ হলো, আমরা যেন কখনো না বলি, 'আমরা কিছুই পারি না এবং কিছুই করা হয় নি এই দেশে।' সাফল্যের এ তালিকা দেখলে আমাদের নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। মনের ভেতর এ ভাবনা জাগ্রত হবে- 'আমরা নিজেরা উন্নতি সাধন করতে পারি, উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি।'

তবে নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারীর প্রতি বৈষম্য কমানোসহ কিছু ক্ষেত্রে নজর দেওয়া গেলে নারীদের অগ্রগতির মাত্রা আরও বাড়বে। বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছে। নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত দুই দশকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী আইনসহ বেশকিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যেন থামছে না নারী নির্যাতন।

জাতীয় মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, বছরে ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে নারী নির্যাতন। এ ছাড়া পথে-ঘাটে মেয়েদের হয়রানি, যৌতুকের দাবি এবং জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদি কারণে আত্মহত্যাকারী নারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিন হাজার ৪৩৭ জন নারী। এর মধ্যে ২০জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম ২০ দিনেই ধর্ষণের চেষ্টা ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৫টি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উপলক্ষে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশিত বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ নভেম্বর মাস পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিসংতা যেমন- এসিড সহিসংতা, ধর্ষণ এবং যৌতুকের জন্য সহিসংতা যথাক্রমে বার্ষিক ২.৫৬ শতাংশ, ১৬.৮৫ শতাংশ এবং ৪৬.৬৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অথচ আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সামাজিক লোকলজ্জার কথা চিন্তা করে নির্যাতনের শিকার হওয়া বেশিরভাগ নারীই আইনের আশ্রয় নেয় না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর আইনের আশ্রয় নেয়া নারীর সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। যে কারণে গত এক দশকে ১ লাখ ৮২ হাজার নারী নির্যাতনের শিকার হলেও অপরাধী ধরা পড়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ।

এ অবস্থায় নারীরা যাতে সহজেই আইনের আশ্রয় নিতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি থানায় নারী নির্যাতন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণের জন্য বিশেষ সেল গঠন করা দরকার। যে সেলের দায়িত্বে থাকবেন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা। একইসাথে কোন ধরণের তদবিরকে আমলে না নিয়ে দ্রুততম সময়ে বিচার শেষ করতে হবে; যাতে অপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি পায়।

এ ছাড়া নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা দরকার; যাতে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমে আসে। তবে, নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে সবার আগে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সমাজের অন্যান্য নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে এসব বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। নারী নির্যাতন রোধে পুরুষদের দায়িত্বও কম নয়। নারীদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে তাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পুরুষরা রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

নারীদের চলাফেরা ও জীবন যাপনে নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে এবং বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেলে তারা সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি পরিমানে ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমাদের জাতীয় জীবনে আসবে একের পর এক সাফল্য, আমরা পাবো স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, পাবো ইতিবাচক এক বাংলাদেশ। **লেখক:** নেছার আমিন, উন্নয়নকর্মী।

## কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উদযাপনঃ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

শত শত নারী ও কন্যাশিশুর কণ্ঠে একই সুর, একই উচ্চারণ-'এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর'। মনের গভীরে শ্লোগানের মর্মবানী ধারণ আর বলিষ্ঠ কণ্ঠের আওয়াজ রাজপথকে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে। এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই এবার উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩।

**ছবি**: র‍্যালি পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মেহের আফরোজ চুমকী এমপি

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র উদ্যোগে সকাল ৯.৩০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৬শ' জন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মেহের আফরোজ চুমকী এমপি। র‍্যালিটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মেহের আফরোজ চুমকী এমপি। ফোরাম'র সদস্য সানজিদা হক বিপাশা ও কাজী রাবেয়া এ্যামী'র উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ফোরাম'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক লতিফা আকন্দ, ফোরাম'র নির্বাহী সদস্য জনাব শাহীন আক্তার ডলি এবং ফোরাম'র সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্যে ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি বলেন, বাংলাদেশের নারীরা আর পিছিয়ে নেই। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাকা ঘুরাচ্ছে আমাদের নারীরাই। তৈরী পোশাক শিল্পের মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ২০-৩০ হাজার নারী কর্মী বিদেশে যাচ্ছেন। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দুই লাখের বেশি নারী কর্মী দেশের বাইরে কাজ করছেন। কিন্তু প্রতিবছর তারা ঠিক কি পরিমান অর্থ দেশে পাঠিয়ে থাকেন, তার একটি পরিসংখ্যান থাকলে এ খাতে নারীর অবদান আরও

স্পষ্ট হয়ে ওঠবে বলে মনে করেন তিনি। ফোরাম সম্পাদক বলেন, বেশকিছু গবেষণায় আমরা দেখতে পাই, অভিবাসী পুরুষ তার আয়ের মাত্র ২০ শতাংশ দেশে পাঠাতে পারেন। কিন্তু নারী শ্রমিকরা আয়ের ৭০ শতাংশেরও বেশি অর্থ দেশে পাঠান।

**ছবি:** বক্তব্য রাখছেন ফোরাম সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি

নাছিমা আক্তার জলি বলেন, আমাদের নারীরা একদিকে অগ্রসর হচ্ছে আরেক দিকে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গত এক দশকে ১ লাখ ৮২ হাজার নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অথচ এসব নির্যাতনের ঘটনায় মাত্র ১৪ শতাংশ অপরাধী ধরা পড়েছে বলে জানান তিনি। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন ফোরাম সম্পাদক। এ জন্য এ ব্যাপারে তিনি সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান; যাতে অপরাধীরা শাস্তি পায় এবং নারী নির্যাতন রোধ করা যায়।

**ছবি:** বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেহের আফরোজ চুমকী

উপস্থিত সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহের আফরোজ চুমকী বলেন, পৃথিবীর সূচনাকাল থেকেই নারীরা বৈষম্যের শিকার। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে নারীরা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন দেশে ইতিবাচক পরিবর্তনও এসেছে। বাংলাদেশেও রাজনীতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এ জন্য নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের আন্দোলন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, সমাজ উন্নয়নে আমরা পুরুষকে সহযোগিতা করতে চাই। আমরা নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তিনি আরও বলেন, সমাজের সব পুরুষ খারাপ নয়। যারা খারাপ, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও গণমাধ্যমের পাশাপাশি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র মত অন্যান্য সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক লতিফা আকন্দ বলেন, পুরুষের ন্যায় নারীদেরও শক্তি আছে নিজেকে বিকশিত করার। সুতরাং আমরা শুধুমাত্র কন্যা, তরুণী কিংবা বধূ হয়ে থাকতে চাই না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী হতে হবে আমাদের, বিচরণ করতে হবে সব ক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক বলেন, আমরা নারীরা জানি না, আমাদের ভিতর কি শক্তি নিহিত আছে? আমরা আমাদের দেহে আরেকটা মানুষ বহন করতে পারি এবং মানব সন্তান জন্ম দিতে পারি। এর চেয়ে বড় শক্তি আর কি হতে পারে? তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক লতিফা আকন্দ। একইসাথে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধা হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শাহীন আক্তার ডলি বলেন, বাংলাদেশের নারীরা আজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেছে। এ কারনে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা নিয়ে এসেছে। নারীরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাজ শিখছে এবং এর মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীদের অবদান ছিল ২৬ শতাংশ; বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। নারীরা শ্রমশক্তিতে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি এসেছে। বাংলাদেশের নারীরা আজ মন্ত্রীসভা থেকে শুরু করে হিমালয়ের শিখরেও পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়, বিষয়টি অনুধাবন করে পুরুষরাও এগিয়ে আসছে নারীদের সহায়তা করতে। কিন্তু এখনও নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন শাহীন আক্তার ডলি। এ জন্য অবিলম্বে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন ও নারী নির্যাতন রোধে এ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করার দাবী জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্বে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য টেবিল টেনিস তারকা জনাব জোবেরা রহমান লীনুকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। যিনি দুই যুগ ধরে একটানা টেবিল টেনিস খেলেছেন, ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। যার ফলে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ তাঁর নাম যুক্ত করেছে। সম্মাননা স্মারক প্রদান করা কৃতি চিত্রনির্মাতা জনাব সারা আফরিনকেও। তাঁর নির্মিত 'শঙ্খধ্বনি' ও 'শুনতে কি পাও' চলচ্চিত্র বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেহের আফরোজ চুমকী এ দুই কৃতি নারীর হাতে সম্মাননা তুলে দেন। স্মারক গ্রহণের পর তাঁরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন ও মতামত তুলে ধরেন।

**ছবিঃ** প্রধান অতিথির কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক নিচ্ছেন জোবেরা রহমান লীনু ও সারাহ আফরিন

জোবেরা রহমান লীনু বলেন, শুধুমাত্র নারী দিবসে নারীদের স্বাধীনতা থাকবে তা হতে পারে না, আমরা বছরের ৩৬৫ দিনেই নারী স্বাধীনতা চাই। আর এ জন্য প্রথমেই দরকার নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কারণ নারী-পুরুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুন্দর ও সুস্থ সমাজ বিনির্মান করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, আমরা যে কাজ করি না কেন, তা ভালোবেসেই করবো। তাহলেই সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজের জীবনে কিভাবে সফলতা নিয়ে এসেছেন তা তুলে ধরেন।

সারাহ আফরিন তার বক্তব্যের শুরুতে তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করায় জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামকে ধন্যবাদ জানান। ক্রীড়া তারকা জোবেরা রহমান লীনুর সাথে একই অনুষ্ঠানে পুরষ্কার নিতে পেরে তিনি ধন্য ও গর্বিত বলে উল্লেখ করেন। এ সময় সারা আফরিন সাতক্ষীরার সুন্দরবন ঘেরা উপকুলীয় দুর্গম এলাকায় চলচিত্র নির্মান করতে গিয়ে তার যে সব অভিজ্ঞতা হয় তা তুলে ধরেন। সারাহ আফরিন বলেন, সেখানকার মানুষদেরকে জলে-জঙ্গলে বিরুপ প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। নিজের শিকড় টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে আমরা জাতীয়তাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের বিশেষ এক পর্যায়ে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত নারীর কথা-৮ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আলোচনা সভার ফাঁকে ফাঁকে নারী জাগরণমূলক গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ইফাত আরা নার্গিস ও ফোরামের সদস্যরা এবং কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট কবি লিলি হক।

**ছবিঃ** বক্তব্য রাখছেন ফোরাম'র সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নারী দিবসের কর্মসূচিকে সফল করার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, পৃথিবীর সব সমাজেই সবলরা দূর্বলের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যেও সংগ্রাম করে নারীরা নিজেদের অগ্রসর করেছে; নিজেরা সফল হয়েছে এবং সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা যদি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে, তবে আমরা কেন পারবো না? সবশেষে উপস্থিত নারী ও কন্যাশিশুদেরকে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন হবার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

## দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের পাশাপাশি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, স্থানীয় উজ্জীবক ও নারীনেত্রীগণের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, মা সমাবেশ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় উজ্জীবক, নারীনেত্রী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গগণ উপস্থিত ছিলেন।

## ঢাকা অঞ্চল

### গেন্ডারিয়া, ঢাকা মহানগর

'এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর' এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে গেণ্ডারিয়ার ফজলুল হক মহিলা কলেজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরান ঢাকার সুহৃদ সমাবেশ ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর আয়োজনে ৮ মার্চ, সকাল সাড়ে ১১ টায় শুরু হয় আলোচনা সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন সুহৃদের সহ-সভাপতি ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নেত্রী অ্যাডভোকেট রাশিদা আক্তার। এ সময় বিশ্বের সব নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা শেষে ব্যানার-ফেস্টুনসহ প্রায় ৩শ' নারীর অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, ১৯১১ সাল থেকে ২০১৩ একশ' বছরে নারীরা বেশ এগিয়ে গেছে। তবে তাদের যেতে হবে আরও বহু দূর। বিশেষ অতিথি মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের স্বীকৃতি প্রদান করার দাবী জানান। সুহৃদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, প্রয়োজনে

নতুন আইন করে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বন্ধ এবং যৌতুক গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

## সুত্রাপুর, ঢাকা মহানগর

নারীনেত্রী মেহেরুন নেছা রুবির সভাপতিত্বে রাজধানী ঢাকার সুত্রাপুরে নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নাজমা আক্তার ও রুমা আক্তার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, স্কুল-কলেজে যাবার পথে যৌন হয়রানির কবলে পড়তে হয় না, এমন নারীর সংখ্যা খুব কম। যারা এ কাজটি করে তারা যদি নিজের বোনের কথা চিন্তা করে, তাহলে এমন কাজ করতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তারা।

## রায়পুরা উপজেলা, নরসিংদী

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে রায়পুরা উপজেলায় পালিত হয় নারী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রায়পুরার শতদল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শতদল উচ্চ বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নজরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের মূল কথা হলো নারীর সমকক্ষতা। আর সমকক্ষতা বিকাশে প্রয়োজন সহযোগিতা। এ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তারা। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী রাহেলা আক্তার।

## সোনারগাঁও পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে নারী দিবস পালিত হয় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও পৌরসভায়। এ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড কমিশনার সাদেকুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন নারীনেত্রী জনাব জাহেদা আক্তার মনি ও স্কুল শিক্ষিকা জনাব রোকসানা আক্তার। বক্তারা নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

## দিঘী ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা

খন্দকার উম্মে সালমার সভাপতিত্বে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আক্তার উদ্দিন আহমেদ রাজা। বক্তব্য রাখেন স্কুল শিক্ষক জনাব সাচ্চু মিয়া। বক্তারা নারী নির্যাতন বন্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

## গড়পাড়া ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ সদর

নারী দিবস উপলক্ষে গড়পাড়া ইউনিয়নে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য ও নারীনেত্রী রাবেয়া আক্তার। এ ছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। একই ইউনিয়নের চারগড়পাড়ায় মো: লিয়াকত হোসেনের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জনাব ফাহমিদা খান।

## ঘিওর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় উদযাপিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে বানিয়াজুরীতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গিনি আলম। সভায় বক্তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব যেমন পুরুষের, তেমনি নারীদেরও। নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠা আহ্বান জানান তারা।

## সিঙ্গাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও সিসিডিবি'র আয়োজনে সিঙ্গাইর উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান হান্নান। বক্তারা বলেন, বর্তমানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা নিরাপত্তাহীন এবং বিভিন্নভাবে

নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ কারণে নারী উন্নয়ন তথা সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

## মুন্সীগঞ্জ শহর

মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও নারীনেত্রীদের উদ্যোগে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় মুন্সীগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব সাইফুল হাসান বাদল। সভাপতিত্ব করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব এম.এ. কাদের মোল্লা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান, নারীনেত্রী জায়েদা বেগম ও মমতাজ বেগম প্রমুখ। এ সময় বক্তারা বলেন, সমাজে নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ একটা মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান বক্তারা। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের হয়।

## রিকারি বাজার, মুন্সীগঞ্জ সদর

নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রিকাবি বাজার গার্লস স্কুলে নারী দিবস উদযাপিত হয়। স্কুলের হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৬শ' নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রিকাবি বাজার গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো: আসাদুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কমিশনার মাসুদ ফকরী খোকন ও মো: জসিম উদ্দিন। নারীনেত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাসিমা ইয়াসমিন, শাম্মী আক্তার ও মনোয়ারা বেগম।

### চরমুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ সদর

নারী দিবস উপলক্ষে ৯ মার্চ মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরমুক্তারপুরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চরমুক্তারপুর মহিলা সমিতি আয়োজিত এ সভায় বিভিন্ন বয়সের ৫০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ৮ নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার আলী আজগর। সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির সভানেত্রী মুহিতুন নেছা। বক্তারা নারী সমাজের উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আহ্বান জানান।

# চট্টগ্রাম অঞ্চল

'এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর' এ শ্লোগানকে ধারণ করে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১২টি স্থানে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩। এ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

নানা আয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিবস উদযাপনের কার্যক্রম। র‍্যালিতে ৩শ' নারী-পুরুষ ও কন্যাশিশুরা অংশ নেয়। এরপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা নারীদের মাধ্যমে ডিজিটাল

বাংলাদেশ গড়া এবং সারা বিশ্বে নারীদের বিস্তার লাভ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও নারীরা আজ সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। তারা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আরেক দিকে তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই সমাজকে সুন্দরভাবে সাজাতে হলে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তারা।

## কক্সবাজার শহর

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার শহরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে বের হওয়া একটি র‍্যালি পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার দেড় শতাধিক মানুষ অংশ নেয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক, পৌর মেয়র ও উপজেলা চেয়ারম্যান প্রমুখ। সভায় বক্তারা বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

## কোণাখালী, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কোণাখালী ইউনিয়নে অর্ধশতাধিক লোকের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব দিদারুল হক সিকদার, ইউপি সদস্য বৃন্দসহ ও বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষ। সভায় বক্তারা বলেন, গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। তাই ক্ষুধামুক্ত সমাজ গড়তে হলে নারীদের ক্ষমতায়ন করতে সবার এগিয়ে আসা দরকার বলে মন্তব্য করেন তারা।

## ঢেমুশিয়া, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নারী দিবস পালিত হয় কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ডেমুশিয়া ইউনিয়নে। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডেমুশিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব রুস্তম আলী ও ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকজন সদস্য। বক্তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার অর্ধ শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

## চকরিয়া পৌরসভা, কক্সবাজার

চকরিয়া পৌরসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রায় ২শ' নারী-পুরষের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ তথা সমাজ গড়ার জন্য শিক্ষিত, সচেতন ও শক্তিশালী নারী সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আর এ উদ্যোগ নিজ গ্রাম তথা পরিবার থেকে শুরু করা যেতে পারে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

## মাতারবাড়ী, মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার

নারী দিবস উপলক্ষে মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নে শতাধিক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মাতারবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

## কালারমারছড়া, মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার

মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারী নির্যাতন রোধে সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। নারী নির্যাতন বন্ধে দেশে অনেক আইন আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর দলীয় ও ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োগ হচ্ছে, যা নারী নির্যাতন রোধে প্রতিবন্ধকতা বাড়ায়।

## টেকনাফ পৌরসভা, কক্সবাজার

নারী নির্যাতন রোধে সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করার মধ্য দিয়ে টেকনাফ পৌরসভায় পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরসহ প্রায় ২শ' জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, সাংগঠনিক এবং(বাদ) সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে সচেতন (বাদ) ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় নারীরা ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এখন বেশি সচেতন বলেও উল্লেখ করেন তারা।

## রামু উপজেলা, কক্সবাজার

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে রামু পৌরসভায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মকছুদ মিয়া, কাউন্সিলর ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আহ্বান জানান।

## রাঙ্গামাটি সদর

নারী নির্যাতন রোধে সমাজের সব মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার ফিসারী ঘাট এলাকায় পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় র‍্যালি ও আলোচনা সভা। এতে পার্বত্য জেলা পরিষদের কাউন্সিলর, বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষসহ দেড় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

## খাগড়াছড়ি সদর

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সদর পৌরসভায় পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে বের হওয়া একটি র‍্যালি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মাসুদ করিম ও পৌর মেয়র প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যাশা করেন, নারীকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সমাজে এখনো যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে দূর হবে।

## সীতাকুন্ড পৌরসভা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড পৌরসভা এলাকায় র‍্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নারী দিবস উদযাপিত হয়। র‍্যালিটি পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা

বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে নারী ও কন্যাশিশুর ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। এটি প্রমান করে নারীরা আজ আমাদের সমাজে কতটা নিরাপত্তাহীন ও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সবাইকে সোচ্চার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তারা।

## ঝিনাইদহ অঞ্চল

### গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

নানা আয়োজনে মেহেরপুরের গাংনীতে নারী দিবস পালিত হয়েছে। ১২ মার্চ সকাল ১০টায় গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ মিলনায়তনে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সম অংশীদার নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু, নারীনেত্রী নুরজাহান বেগম, নারীনেত্রী প্রভাষক দিলরুবা খানম ও প্রভাষক ফজলুল হক সেন্টু প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি কলেজ চত্বর থেকে শুরু হয়ে উপজেলা পরিষদ এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় কলেজ প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

### সাহারবাটী ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন'র আয়োজনে সাহারবাটী ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে গত ১৪-ই মার্চ হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফিরোজা পারভীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সুখী সমৃদ্ধশালী ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে নারী-পুরুষের সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল

হান্নান, নারীনেত্রী হামিদা বেগম, বেলী আক্তার ও রাফিজা খাতুন। আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের ২ শতাধিক ছাত্রীদের অংশগ্রহণে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

## ষোলটাকা ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় ষোলটাকা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে জুগীর গোকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো: আসাদুল ইসলাম আসাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষক মুহাম্মদ আলী, নারীনেত্রী গুলশান আরা খাতুন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে নারী নির্যাতন বন্ধ করে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা শেষে স্বেচ্ছাসেবী, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ ৪ শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

## তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

নারী দিবস পালন উপলক্ষে ১২ মার্চ তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যানপুর বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: রেজানুল হক বাবলু। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী জুয়েল রানা। বক্তারা নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে যোগ্যতার মাপকাঠিতে নারীদেরকে পুরুষের সমান হতে হবে। সে জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন তারা। আলোচনা সভা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## কাজিপুর ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

'এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মত এবারও গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে। এ উপলক্ষে ১২ মার্চ বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার এর উদ্যোগে কাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী সিমা, মর্জিনা, সুরাইয়া, জেসি

প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারী ও পুরুষের রয়েছে সমান অধিকার। তাই তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ তৈরি করা যাবে না। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমাদের সমাজ এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তারা।

## রায়পুর ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

নারী নির্যাতন রোধে দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়ার মধ্য দিয়ে গাংনী উপজেলার রায়পুরা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ১২ মার্চ এ ইউনিয়নের লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলেচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল হালিম। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী গোলাম আম্বিয়া। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও নারীনেত্রী কাকলী, কাজল রেখা ও ইয়ুথ লিডার হাসিবুল উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত সবার অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি গোপালনগর গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

## ধানখোলা ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

নানা আয়োজনে গত ১২ মার্চ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের আয়োজনে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম। এ সময় অতিথিদের মধ্য বক্তব্য রাখেন 'সুজন' ধানখোলা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, নারীনেত্রী হাসি বিশ্বাস ও যুথিকা বিশ্বাস। বক্তারা বলেন, নারীদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই নারীদেরকে শিক্ষিত হয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আলোচনা সভা শেষে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## কাথুলী ইউনিয়ন, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের আহ্বান জানানোর মধ্যে দিয়ে কাথুলী ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ১৬ মার্চ দুপুর ২টায় ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন। বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র

ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আমিরুল ইসলাম ওল্ডাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মমতাজ বেগম, সহকারী শিক্ষক বাবুল হোসেন, নারীনেত্রী নারগিস খাতুন ও শাহানার খাতুন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে ২ শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## রায়পুর ইউনিয়ন, গাংনী, মেহেরপুর

আলোচনা সভা ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে গাংনী উপজেলার বামন্দি ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়। নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাদির। বক্তব্য রাখেন গণগবেষক রাসেল আহম্মেদ ও নারীনেত্রী বানেরা খাতুন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারী নির্যাতন রোধ করতে হলে নারীদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। এ জন্য সবার আগে তাদেরকে শিক্ষিত হয়ে ওঠা দরকার বলে মনে করেন তারা। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

## মটমুড়া ইউনিয়ন, আলমডাঙ্গা উপজেলা, মেহেরপুর

নারী দিবস উপলক্ষে ১৯ মার্চ গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের এম.এইচ.এ. মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক প্রভাতী খাতুন ও নারীনেত্রী সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় নারীনেত্রীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন, আলমডাঙ্গা উপজেলা, মেহেরপুর

নারী দিবস উপলক্ষে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাট বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো: আসাদুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আবুল কাসেম ও শরিকন নেছা, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো: আসাদুল ইসলাম, নারীনেত্রী পাপিয়া খাতুন ও মুছলিমা খাতুন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সুখী-সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে নারী-পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা সভা শেষে প্রায় ৩শ' শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়।

## মণিরামপুর পৌরসভা, যশোর

নারী নির্যাতনকে না বলার মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ মনিরামপুর পৌর এলাকার পাতন-জুড়ানপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও স্থানীয় আরসিইউ সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু ভগিরাথ মোড়ল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন 'সুজন' মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নন্দন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরসিইউ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আব্বাস উদ্দীন, 'সুজন' এর উপজেলা কমিটির সহ-সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল আলীম, পৌর কাউন্সিলর অনিমা মিত্র ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর গীতা রানী কুন্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পরিপত্র পাঠ করেন শিক্ষার্থী বন্যা মোড়ল। কর্মসূচিতে ১শ' ৫০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## অভয়নগর উপজেলা, যশোর

নারী দিবস উপলক্ষে অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী এস টি স্কুল এন্ড কলেজে ২৪ মার্চ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ। বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার সরকার ও বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, প্রভাষক মাসুদ আলম, চিন্ময় বিশ্বাস ও সাফিনা দাহার। তারা নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ ১শ' ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

## খানপুর ইউনিয়ন, মণিরামপুর, যশোর

নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে খানপুর ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ১২ মার্চ খামারবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই চন্দ্র পাল। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন 'সুজন' মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নন্দন, আরসিইউ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আব্বাস উদ্দীন, উপজেলা কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভানেত্রী গীতা রানী কুন্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ১শ' জন নারীসহ ২শ' জন উপস্থিত ছিলেন।

## কুমিল্লা অঞ্চল

### কুমিল্লা শহর

বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কুমিল্লা শহরের টাউন হল ময়দানে পালিত হয় নারী দিবস। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন নারীনেত্রী শাহানা হক। র‍্যালিটি টাউন হল চত্বর থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমী হয়ে আবার টাউন হলে ফিরে আসে। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সি.ডি.এফ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নিলুফার রহমান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন'র নারী কাউন্সিলর অনিতা সরকার। সভায় বক্তারা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নারী নির্যাতন রোধে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মসূচিতে বিভিন্ন বয়সের ৮৫ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

### উত্তরদা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা

নারী দিবস উপলক্ষে ১০ মার্চ উত্তরদা ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি খিলা বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার স্কুলে ফিরে আসে। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী মজুমদার। সভায় নারীর নির্যাতন বন্ধে উত্তরদা ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে প্রচারাভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মসূচিতে স্কুলের ১০জন শিক্ষকসহ ২শ' ২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

### আজগরা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা

নানা আয়োজনে আজগরা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। ৯ মার্চ সকাল ১০টায় আজগরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি আজগরা বাজার প্রদক্ষিণ করে। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আজগরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ বাবু তপন কুমার চৌধুরী। সভায় স্কুলের ৫ জন শিক্ষকসহ বিভিন্ন বয়সের ১শ' ৬০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## হেসাখাল ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা

নারী দিবস পালিত হয় নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে। এ উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় হেসাখাল উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মোল্লা। এতে বিভিন্ন বয়সের ৮০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সভায় নারী নির্যাতন বন্ধে ওয়ার্ডভিত্তিক নারীনেত্রীদের সক্রিয় হওয়ার ওপর জোর দেয়া হয়।

## আদ্রা ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা

৮ মার্চ আদ্রা ইউনিয়নের আদ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আশিকুর রহমান। তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মসূচিতে ৮৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

## ঝলম (উত্তর) ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ উপজেলা

ঝলম (উত্তর) ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই এর সভাপতিত্বে ৯ মার্চ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লালচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গীর আলম। সভায় নারী নির্যাতন বন্ধে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ বছরের বাজেট তৈরীর অঙ্গীকার করেন ঝলম ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে ৭৫ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

# বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল অঞ্চলের ৬টি জেলার মোট ৬০টি স্থানে এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় নারীনেত্রী, উজ্জীবক, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ও গণগবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া স্থানীয় ১৫টি সমমনা সংগঠনসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## বরিশাল মহানগরী

‘এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর’। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বরিশাল মহানগরীতে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ৯টায় বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বরিশাল অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় কমিশনার মো. নূরুল আমিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার এ. কে. এম এহসান উল্লাহ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বরিশাল জেলা শাখার সভানেত্রী বেগম রাবেয়া খাতুন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা রাশিদা বেগম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ’র বরিশাল অঞ্চলের প্রধান সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা প্রমুখ। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে বলেন, নারীকে পিছিয়ে রাখলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এজন্য নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে।

## বাগধা ইউনিয়ন, আগৈলঝাড়া উপজেলা, বরিশাল

নারী দিবস উপলক্ষে ১৬ মার্চ বিকাল ৩টায় বাগধা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদত্রিশিরা বখতিয়ার ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ পিয়ারা ফারুখ বখতিয়ার। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য ইখতিয়ার বখতিয়ার, সাবেক ইউপি সদস্য রেনুকা অধিকারী ও সাংবাদিক প্রবীর বিশ্বাস ননী প্রমুখ। বক্তারা নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে প্রত্যেক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। একইসাথে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় ২ শতাধিক নারী উপস্থিত ছিলেন।

## রাজিহার ইউনিয়ন, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নারীদেরকে নিজ অধিকার আদায়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে রাজিহার ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে ১০ মার্চ বাশাইন মউস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও ইউপি সদস্য গীতা মজুমদার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সচিব বাবু কাশিনাথ সরকার, আবুল কালাম আজাদ। সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ৫৫জন নারী ও ১৫ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## গৈলা ইউনিয়ন, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নারী দিবস উপলক্ষে গৈলা ইউনিয়নের নগরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এ. কে. আজাদ। সভা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ’র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ৪৫ জন নারী ও ২৫ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নয়নে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

## মাদারীপুর সদর পৌরসভা

নারী নির্যাতন রোধ করে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়ার মাধ্যমে মাদারীপুর সদর পৌরসভায় পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে স্থানীয় নারীনেত্রীদের উদ্যোগে ৮ মার্চ মাদারীপুর জেলা মহিলা অধিদপ্তরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

মাহমুদা আক্তার কনা। সভায় স্থানীয় নারীনেত্রীসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

### পেয়ারপুর ইউনিয়ন, মাদারীপুর সদর

৮ মার্চ, নারী দিবস উপলক্ষে মাদারীপুর সদর জেলার পেয়ারপুর ইউনিয়নে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র ইউনিয়ন সভাপতি ফাতেমা বেগম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, নারীদের সচেতন হওয়ার জন্য নারী দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। এর মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে সমাজ ও পরিবারে ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য সাবিহা সুলতানা টুলু ও আম্বিয়া বেগম। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

### কেওড়া ইউনিয়ন, ঝালকাঠি সদর

নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার মাধ্যমে ৮ মার্চ কেওড়া ইউনিয়নে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, ইউপি সদস্য সফিকুল ইসলাম সবুজ, ইউপি সদস্য জাহানারা বেগম ও ইউপি সচিব সফিকুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে নারীদের সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর আগে সকাল ১০টায় কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি নৈকাঠী বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

### কৃর্তিপাশা ইউনিয়ন, ঝালকাঠি সদর

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় ঝালকাঠি সদর উপজেলার কৃর্তিপাশা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নারীনেত্রী ও ইউপি সদস্য শিখা রাণী মন্ডল। আলোচনার সভার আগে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## সিলেট অঞ্চল

### সিলেট শহর

নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ সিলেট শহরের দরগা মহল্লায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আগে নারীনেত্রী শিরিন চৌধুরী ও সাহেদার নেতৃত্বে সুরভী সমাজ কল্যান সংস্থার কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি হিল ভিউ হোটেলের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় ১শ' ৫০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কাউন্সিলর ঝর্ণা বেগম, সাবিনা ও রোকসানা প্রমুখ। বক্তারা নারী নির্যাতন বিরোধী আইনগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের দাবী জানান এবং সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

## জাফলং, গোয়াইনঘাট উপজেলা, সিলেট

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার জাফলং ইউনিটের উদ্যোগে ৯ মার্চ আমির মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম সারোয়ার মুকুল, শিক্ষক মো: রিয়াজ ও শাহজাহান প্রমুখ। বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নারীকে সম্মান দেখাতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন হবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা।

## সুনামগঞ্জ পৌরসভা

নারী দিবস উপলক্ষে ৭ মার্চ সকাল ১১টায় সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাকটিভ সিটিজেন্স ইয়ুথ লিডার্স এর আয়োজনে এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'র সহযোগিতায় আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মো: বুরহান উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ পৌর কলেজের অধ্যক্ষ শেরগুল আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন সাপ্তাহিক সুনামকণ্ঠের সম্পাদক বিজন সেন রায়, পৌর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ মো: আবু নাসের, প্রভাষক চিত্তরঞ্জন তালুকদার, রামানুজ রায়, নোয়াজ উদ্দিন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে পৌর কলেজ প্রাঙ্গন থেকে এক র‍্যালি বের হয়।

## সিংচাপইড় ইউনিয়ন, ছাতক উপজেলা, সুনামগঞ্জ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সিংচাপইড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আব্দুস সোবহান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী দেবাশীষ রঞ্জন দাস ও নারীনেত্রী সন্ধ্যা রাণী ও বিউটি বেগম প্রমুখ। এর আগে ঘাসগাঁও বাজার থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## চরমহল্লা ইউনিয়ন, ছাতক উপজেলা, সুনামগঞ্জ

স্থানীয় উজ্জীবক ও নারীনেত্রীদের উদ্যোগে চরমহল্লা ইউনিয়নে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি চরগোবিন্দ গ্রাম থেকে শুরু হয়ে জালালাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে স্কুল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন চরমহল্লা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক আব্দুর রহমান ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী দেবাশীষ রঞ্জন দাস প্রমুখ।

## জাউয়া বাজার ইউনিয়ন, ছাতক উপজেলা, সুনামগঞ্জ

৮ মার্চ বিকাল ৩টায় জাউয়া বাজার ইউনিয়নের আগিজাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা দেশ ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেন। এর আগে আজিগাল গ্রাম থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি স্কুল প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

## নাজিরাবাদ ইউনিয়ন, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

নারী দিবসে নাজিরাবাদ ইউনিয়নের বৈদ্যজ্ঞাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নাজিরাবাদ ইউনিয়নের সভাপতি সায়েদ বক্স, সাবেক ইউপি সদস্য মোছা: সুবতেন্নেছা প্রমুখ। বক্তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী জহর লাল দত্ত।

## শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর আয়োজনে শ্রীমঙ্গলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র এলাকা সমন্বয়কারী আখতারুল ইসলাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর সদস্য রাণী দেব ও নারীনেত্রী জয়তুন্নেছা। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। এতে অংশ নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল হক চৌধুরী ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুধ ছন্দা। র‍্যালিটি উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

## কালাপুর ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার

৮ মার্চ কালাপুর ইউনিয়নে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মাইজদী গ্রামে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র এলাকা সমন্বয়কারী আখতারুল ইসলাম, নারীনেত্রী মাহমুদা আক্তার ও হাস্না আক্তার প্রমুখ। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। কর্মসূচীতে ৪৫ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## আমতৈল ইউনিয়ন, মৌলভীবাজার সদর উপজেলা

নারী দিবস পালন উপলক্ষে ৯ মার্চ আমতৈল ইউনিয়নে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় উজ্জীবক শাজাহান, নারীনেত্রী সুচন্দা ও শিপ্রা উপস্থিত ছিলেন। আলোচকরা নারী নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। একইসাথে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তারা। সভা শেষে আমতৈল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে ৫৫জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন, কুলাউড়া উপজেলা, মৌলভীবাজার

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নারী দিবস পালিত হয় ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নে। ১০ মার্চ শ্রীপুর গ্রামের পল্লী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন পল্লী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী বদরুল ইসলাম। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। এতে ৩৫ জন নারী-পুরুষ অংশ নেন।

## কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজার

নারী দিবস উপলক্ষে ১০ মার্চ কমলগঞ্জের আহমদ ইকবাল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় সুজন ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্যরা অংশ নেন। সভা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

হয়। এতে স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে শিক্ষার্থীসহ ৮০জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে নারী দিবস পালিত হয়। ৮ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এর সদস্যরা অংশ নেন। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

## সুলতানপুর ইউনিয়ন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সুলতানপুর ইউনিয়নের শাহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি সুলতানপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী হিরা আক্তার, সানজিদা জাহান ও স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক আ.ক.ম সেলিম খান। বক্তারা নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রুপ ও এর প্রতিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

## আড়াইসিধা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আয়োজনে আড়াইসিধা নারী উন্নয়ন কেন্দ্র(অনক) কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আড়াইসিধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফরিদা বেগম, 'অনক' এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আম্বিয়া বেগম ও নারীনেত্রী রোমেনা বেগম প্রমুখ। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## কালিকচ্ছ ইউনিয়ন, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৮ মার্চ সকাল ৯টায় কালিকচ্ছ ইউনিয়নের এম এ বাশার ইনষ্টিটিউট থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি কালিকচ্ছ বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী নাজমা বেগম, 'সুজন' কালিকচ্ছ ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা: আবুল কাসেম ভূঁইয়া ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক কায়কোবাদ প্রমুখ। সভায় বক্তারা নারী দিবস পালনের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

## সরাইল ইউনিয়ন, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নারী দিবস উপলক্ষে সরাইল ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরাইল ইউনিয়ন পরিষদ এর সামনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় । এতে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী পারভীন ও সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ। এর আগে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও স্থানীয় উজ্জীবকগণের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি সরাইল বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

## নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৮ মার্চ নোয়াগাঁও ইউনিয়নের তেরকান্দা কিন্ডার গার্টেন এ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মো: মফিজুর রহমান। সভায় বক্তারা নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

নিয়ে আলোচনা করেন। সভা শেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উজ্জীবকবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

### শাহবাজপুর ইউনিয়ন, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৮ মার্চ সকাল ৯টায় শাহবাজপুর ইউনিয়নের হোসেনা আফজাল বালিকা বিদ্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি শাহবাজপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্কুলে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষী রাণী দে ও নারীনেত্রী পারুল বেগম।

## রংপুর অঞ্চল

### রংপুর সদর

নারী নির্যাতন রোধে অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে রংপুর জেলা সদরে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। পরে বেগম রোকেয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রাণী রায় ও 'সুজন' রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ১৪৫ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

### গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর

নারী দিবস পালন উপলক্ষে গঙ্গাচড়া উপজেলা পরিষদের হলরুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান মজিবর রহমান প্রামাণিক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু জাফর আহমদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ১৪০ জন নারীসহ ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

### কোলকোন্দ ইউনিয়ন, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর

নারী দিবস উপলক্ষে কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ও নারীনেত্রী খাদিজা বেগম প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন বয়সের ৬০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেন।

### নোহালী ইউনিয়ন, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর

নোহালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য ওয়াহেদ আলী ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক নার্গিস বেগম। এতে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গঙ্গাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর, বড়বিল, লক্ষীটারী, গজঘন্টা, মর্নেয়া, খলেয়া, বেতগাড়ি ইউনিয়নেও পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

## পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর

আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পীরগঞ্জ উপজেলায় পালিত হয় নারী দিবস। উপজেলার চতরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য অঞ্জলী রাণী ও মতিলাল বর্মণ এবং উজ্জীবক ওসমান গণি প্রমুখ। সভায় ৮০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। একই উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনেও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কাবিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুল আলম, ইউপি সদস্য সেতারা বেগম, কোরবান আলী ও উজ্জীবক হাফিজার রহমান প্রমুখ।

## দিনাজপুর পৌরসভা

নারী দিবস উপলক্ষে দিনাজপুর পৌর এলাকায় একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে লোকভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ১৫০ জন নারীসহ ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী হাসমিন লুনা, নারীনেত্রী নুরছাবা হোসেন ও মিলি চৌধুরী। বক্তারা নিজ পরিবার ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সমান সুযোগ দানের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

## পলাশবাড়ি উপজেলা, গাইবান্ধা

নারী দিবসে পলাশবাড়ি উপজেলার শহীদ মিনার এলাকায় একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৪শ' জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম ও স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি রবিউল হোসেন।

## বরিশাল ইউনিয়ন, পলাশবাড়ি উপজেলা, গাইবান্ধা

আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বরিশাল ইউনিয়নে পালিত হয় নারী দিবস। বরিশাল দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বেলাল, ইউপি সদস্য আব্দুস সোবহান প্রমুখ। সভায় ১শ' জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## সাঘাটা উপজেলা, গাইবান্ধা

আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সাঘাটা উপজেলায়ও পালিত হয় নারী দিবস। পদুমশহর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম, পদুমশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায় ও স্থানীয় উজ্জীবক গোলজার রহমান প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা নারীর কর্মক্ষেত্রকে সুগম ও মজুরী বৈষম্য দূর করাসহ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণের আহ্বান জানান।

## বোনারপাড়া ইউনিয়ন, সাঘাটা উপজেলা

নারী দিবস উপলক্ষে বোনারপাড়া ইউনিয়নের বোনারপাড়া ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ আতাউর রহমান, ইউপি সদস্য আসলাম মোল্লা, হাসান আলী এবং মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৬০জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা নারী নির্যাতন রোধ করে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই উপজেলার পদুমশহর মুক্তিপাড়াতেও নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

## কুড়িগ্রাম পৌরসভা

নারী দিবস উপলক্ষে কুড়িগ্রাম পৌরসভার অন্তর্গত খলিলগঞ্জ সচেতন নাগরিক কমিটি-সনাক কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে স্থানীয় শহীদ মিনারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সনাক সভাপতি শাহাবুদ্দিন। বক্তব্য রাখেন রওশন আরা চৌধুরী, প্রতিমা রায় চৌধুরী, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সামিউল হক, নারীনেত্রী সাইদা ইয়াসমিন, কুড়িগ্রাম এনজিও এসোসিয়েশন'র সভাপতি হারুনুর রশিদ লাল ও জেলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক আহসান হাবীব নীলু প্রমুখ। বক্তারা নারী-পুরুষের মধ্যে সকল ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য নারীর প্রতি সহিংসতামূলক আচরণ বন্ধের দাবী জানান। অনুষ্ঠানে ৪শ' ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

## পান্ডুল ইউনিয়ন, উলিপুর উপজেলা, কুড়িগ্রাম

৮ মার্চ পান্ডুল ইউনিয়নে পরিষদ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান আখতারুল করিম, ইউপি সদস্য সুবোধ চন্দ্র রায় ও নারীনেত্রী রাজিয়া সরকার প্রমুখ। আলোচনা সভায় ৩শ' জন উপস্থিত ছিলেন।

## সাহেবের আলগা ইউনিয়ন, উলিপুর উপজেলা, কুড়িগ্রাম

নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার মাধ্যমে নারী দিবস পালিত হয় সাহেবের আলগা ইউনিয়নে। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নারীনেত্রী লুৎফা বেগম, কাতলামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হযরত আলী এবং একই স্কুলের শিক্ষক পারভীন বেগম ও উম্মে হানী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

## থেতরাই ইউনিয়ন, উলিপুরে উপজেলা

নারী দিবস উপলক্ষে থেতরাই ইউনিয়নের সাতদরগা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় নারীনেত্রী ও শিক্ষকসহ এলাকার বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

## পাঁচগাছি ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা

নারী দিবসে পাঁচগাছি ইউনিয়নে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়। পাঁচগাছি কিশোরী সভা কেন্দ্রে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক কায়সার আলী। আলোচনা সভায় ৭০ জন নারীসহ মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

### ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

নারী দিবসে ডিমলা উপজেলা পরিষদের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন সরকার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রবিউল করিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু রাফা আরিফ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ২শ' ৫০ জন নারীসহ ৩শ' জন উপস্থিত ছিলেন।

### বালাপাড়া ইউনিয়ন, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

নারী দিবস উপলক্ষে বালাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ১শ' ৯০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য সেলিম আজাদ ও মানব কল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের প্রমুখ। সভায় বক্তারা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সবাইকে সজাগ থাকা এবং একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

## রাজশাহী অঞ্চল

### মোহনপুর উপজেলা, রাজশাহী

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মোহনপুর উপজেলা কমিটির উদ্যোগে ১০ মার্চ উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারীনেত্রী সুফিয়া বেগম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র রাজশাহী এরিয়া কো-অর্ডিনেটর সুব্রত কুমার পালের ও জয়নাল আবেদিন। বক্তব্য রাখেন বাকশিমইল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুব আর রশীদ, ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কাজীম উদ্দিন, জাহানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ ইসলাম আলী সরদার, রায়ঘাটি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গফুর মৃধা এবং ঘাসিগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আফজাল হোসেন বকুল প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে বের হওয়া একটি র‍্যালি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাকশিমইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

## নওগাঁ পৌরসভা

নারী দিবস উপলক্ষে নওগাঁ পৌরসভা এলাকার উকিলপাড়া হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে স্থানীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক আলাচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন 'সুজন' এর নওগাঁ জেলা কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট সরদার সালাহ উদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কমিশনার শারমিন আক্তার, নারীনেত্রী ডলি আজাদ ও উজ্জীবক এসএম মনজুর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## পত্নীতলা উপজেলা সদর, নওগাঁ

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার এবং নারীনেত্রীদের উদ্যোগে পত্নীতলা উপজেলায় র‍্যালী ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ থেকে বের হওয়া র‍্যালীটি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হায়াত মোঃ রফিক। র‍্যালি শেষে আয়োজিত এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম বেগম শেফা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সোলায়মান আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ৭৯ জন নারী এবং ৫২ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## পাটিচড়া, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এবং গণগবেষকদের উদ্যোগে পাটিচড়া ইউনিয়নের কাশীপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারীনেত্রী ডলি রাণী, গণগবেষক জোস্না রাণী অধিকারীর নেতৃত্বে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পাটিচরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল খালেক, ইউপি সদস্য লুৎফর রহমান বিপ্লব ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৭৫ জন নারী ও ৪৬ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## নজিপুর, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এবং উজ্জীবকদের উদ্যোগে নজিপুর ইউনিয়নের কাঞ্চন মাজার সংলগ্ন মাঠে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি কাঞ্চন মাজার থেকে শুরু হয়ে কাঞ্চন মোড়ে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক মানবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মিন্টু, ইউপি সদস্য আজিজার রহমান ও রশিদা বেগম প্রমুখ। কর্মসূচিতে ৮৬ জন নারী ও ৫৪ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## শিহাড়া, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

শিহাড়া ইউনিয়নের হলাকান্দরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। ৮ মার্চ সকাল ১০টায় হলাকান্দর থেকে বের হওয়া একটি র‍্যালি কলাপাকায় গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে ৫৬জন নারী ও ৪২জন পুরুষ অংশ নেয়। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য টগরী খাতুন এবং নারীনেত্রী মানোয়ারা প্রমুখ।

## নিরমইল ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

৮ মার্চ বেলা ১১টায় নিরমইল ইউনিয়নের নাথুরহাট বাজার থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতাউর রহমান। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নিরমইল ইউনিয়ন 'সুজন' এর সভাপতি অলোক চাঁদ বর্মন, নাথুরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক, ইউপি সদস্য নাদিরা বেগম ও নারীনেত্রী প্রমিলা রাণী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৭৯ জন নারী ও ৩৯ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## আকবরপুর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় আকবরপুর ইউনিয়নে একটি র‍্যালি বের হয়। ইউপি চেয়ারম্যান আক্কাস আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে র‍্যালীর উদ্বোধন করেন। র‍্যালীটি সংকরপুর হয়ে মধইল বাজার প্রদক্ষিণ করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে শেষ হয়। এরপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আকবরপুর ইউনিয়ন 'সুজন' এর আহবায়ক আবুল কালাম আজাদ, ইউপি সদস্য ফিরোজ চৌধুরী ও খাজা মঈনুদ্দীন এবং নারীনেত্রী আনজুমান আরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬৮জন নারী ও ৪৯জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## দিবর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

৮ মার্চ দিবর ইউনিয়নের বাঁকরইল মাজার মোড় থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং নারীনেত্রী নুরজাহান ও রেবা রাণী প্রমুখ। বক্তারা নারী নির্যাতনে রোধে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানান। অনুষ্ঠানে ১২০ জন নারী ও ৭০ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের পানিওড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সকাল ১০টায় পানিওড়া থেকে বের হওয়া একটি র‍্যালি সুবরাজপুর মোড় হয়ে পানিওড়া স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। পরবর্তীতে শিশুদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়েদের কুইজ প্রতিযোগিতা এবং নারীদের বালিশ খেলা ও বালতিতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিওড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গণগবেষক ইসাহাক আলী। দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পত্নীতলা উপজেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতি লাভলী চৌধুরী, নারীনেত্রী তাহরিমা বেগম ও ইউপি সদস্য বেলাল শেখ প্রমুখ।

## হাসানবেগপুর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

হাসানবেগপুর ইউনিয়নের হাসানবেগপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি কাঁটাবাড়ি মোড় হয়ে পুনরায় বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এরপর শিশুদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়েদের কুইজ প্রতিযোগিতা এবং নারীদের বালিশ খেলা ও বালতিতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা নারীনেত্রী মনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গণগবেষক ফজলুর রহমান, নারীনেত্রী জুলেখা বেগম ও ছায়মা বেগম প্রমুখ। কর্মসূচিতে ৬১ জন নারীসহ ১শ' ২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

## আমাইড় ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

নারী দিবস উপলক্ষে আমাইড় ইউনিয়নের শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একটি বের হয়। র‍্যালী শেষে 'সুজন' আমাইড় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দুর্লভের সঞ্চালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আব্দুর রাজ্জাক দুলাল, ওসমান আলী, স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক আপেল মাহমুদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৫৮জন নারীসহ ১শ' ১০জন উপস্থিত ছিলেন।

## ঘোষনগর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

নারী নির্যাতনকে না বলার মধ্য দিয়ে ঘোষনগর ইউনিয়নে পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে গগনপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দীক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য গিয়াস উদ্দিন, নারীনেত্রী শাম্মী আকতার ও গণগবেষক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬৯ জন নারী ও ৩৮ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## মাটিন্দর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

নারী শিক্ষা ও নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে মাটিন্দর ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় বোয়ালী থেকে একটি র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালিটি শাশইল গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে নারীনেত্রী সেলিনা বেগম ও ইউপি সদস্য আবদুল মজিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

## মহাদেবপুর ইউনিয়ন, মহাদেবপুর উপজেলা, নওগাঁ

৮ মার্চ মহাদেবপুর ইউনিয়নের পুরাতন হাসপাতাল থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডাক বাংলো মাঠে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভায় দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মহাদেবপুর উপজেলা 'সুজন' এর সভাপতি কিউএম সাইদ টিটু, ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান, নারীনেত্রী রওশন আরা ও শিরিনা বেগম প্রমুখ। বক্তারা নারীকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে শিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে ৬৩জন নারীসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

## ইশ্বরদী উপজেলা, পাবনা

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ঈশ্বরদী শাখার উদ্যোগে ৮ মার্চ সলিমপুর ইউনিয়নের জয়নগর কিন্ডার গার্টেন এন্ড জুনিয়র হাইস্কুলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র স্কুলের সহকারী উপাধ্যক্ষ গোলাম আজম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র রাজশাহী অঞ্চল এর প্রধান সমন্বয়কারী জাকারুল ইসলাম জাকির। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইয়ূথ সদস্য ফারজানা ইসলাম অর্পি, আফরোজা আক্তার, আলীমুর রেজা রাজন ও আনিসুর রহমান মিঠুন প্রমুখ।

## সাগরকান্দি ইউনিয়ন, ইশ্বরদী উপজেলা, পাবনা

নারী দিবসে সাগরকান্দি ইউনিয়নের সাগরকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে রিয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহমান। বক্তব্য রাখেন সাগরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শাহীন চৌধুরী, ইউপি সদস্য মোঃ আব্দুল করিম ও আয়শা খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার ১শ' ৪৭ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## শাহজাদপুর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শাহজাদপুর উপজেলায় নারী দিবস উদযাপিত হয়। ৮ মার্চ ১০টায় চুনিয়া খালি পাড়া থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি পাঠান পাড়ার মধ্য দিয়ে দরগাহ পাড়া সংগঠন কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে ফজিলাতুন্নেছার সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৭০ জন পুরুষ এবং ২শ' ৩০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

## দুলাই ইউনিয়ন, সুজানগর উপজেলা, পাবনা

নানা আয়োজনে দুলাই ইউনিয়নে পালিত হয় নারী দিবস-২০১৩। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে ইউপি সদস্য জুহুরা খাতুনের সভাপতিত্বে ও জামাত আলী সরদারের উপস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, ইউপি সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক, নারীনেত্রী সাঈদা নাজনিন, সুফিয়া ও রাবেয়া। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রায় ১শ' মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

## গুরুদাসপুর উপজেলা সদর, নাটোর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে গুরুদাসপুর উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাজেদা ইয়াসমিন। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যার আলী আজম ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোকসানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬শ' ৪০ জন নারী ও ৭০ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## ধারাবারিষা ইউনিয়ন, গুরুদাসপুর উপজেলা, নাটোর

নারী দিবস-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে ধারাবারিষা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শিধুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা: ইসমত আরা বেগমের নেতৃত্বে ধারাবারিষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ধারাবারিষা ইউনিটের সভানেত্রী গোলেনুর, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের

প্রতিনিধি শামসুদ্দীন, শিধূলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ৩শ' ৮০ জন নারী ও ২শ' ৩০ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## খুবজীপুর ইউনিয়ন, গুরুদাসপুর উপজেলা, নাটোর

গুরুদাসপুর উপজেলার খুবজীপুর ইউনিয়নে নারী দিবস উপলক্ষে এম হক ডিগ্রি কলেজ চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। খুবজীপুর ইউনিয়ন সুজন সভাপতি এ.এফ.এম মোবারক আলীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া র‍্যালিটি খুবজীপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ নেন গণগবেষক মোঃ আব্দুর রশিদ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের খুবজীপুর ইউনিয়ন সভানেত্রী নাজমা খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬০ জন নারী ও ৩০ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## ময়মনসিংহ অঞ্চল

## করিমগঞ্জ উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম করিমগঞ্জ শাখা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্ত র্জাতিক নারী দিবস-২০১৩। এ উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জনাব আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান চাঁন মিয়া, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ গোলাম কবির ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আমানউল্লাহ দরজী প্রমুখ। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ গোলাম কবির। সভার শুরুতে বাংলাদেশ তরুণ সংসদের লোকাল ইয়ূথ কাউন্সিল করিমগঞ্জ পৌরসভার সহকারী কো-অর্ডিনেটর আতিয়া ফারজানা চৈতি নারী দিবসের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন।

## জাফরাবাদ ইউনিয়ন, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

৮ মার্চ জাফরাবাদ ইউনিয়নের জঙ্গলবাড়ি মহিলা কলেজে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন ইউপি সদস্য ও নারীনেত্রী আশরাফুন্নাহার রুমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ইউপি সদস্য আশরাফুন্নাহার রুমা, প্ল্যান বাংলাদেশের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোঃ ইকবাল হোসাইন, ইয়ূথ লিডার দ্বীন মোহাম্মদ প্রমুখ। সভাটি পরিচালনা করেন নারীনেত্রী মনোয়ারা আক্তার ও রিপা আক্তার।

## কাদিরজঙ্গল ইউনিয়ন, করিমগঞ্জ উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

নারী দিবস উপলক্ষে কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নে ৮ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে নারীনেত্রীসহ প্রায় ১শ' ৫০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেন। র‍্যালির উদ্বোধন করেন দেহুন্দা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান মোছা: লাকী আক্তার। র‍্যালিটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে সাতারপুর বাজার প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারীনেত্রী মোছা: লিপি আক্তার, সেলিনা আক্তার, লাকি আক্তার।

## টাঙ্গাইল ও জামালপুর

টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার ৭টি উপজেলার মোট ১৬টি স্থানে নারী দিবস উদযাপিত হয়। টাঙ্গাইল জেলার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো-জেলা সদরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গন, সাদত মহাবিদ্যালয়, গাটাইল সদর, কালিহাতি, ভুয়াপুর সদর, ফলদা, গোপালপুর সদর, হেমনগর, শাখারিয়া। জামালপুরের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো- দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ, সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গন ও মেষ্টা। টাঙ্গাইলের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে গোপালপুর উপজেলার আয়োজনটি ছিল উল্লেখযোগ্য। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সম্পাদক আঞ্জু আনোয়ারা ময়নার নেতৃত্বে স্থানীয় নারীনেত্রী ও উজ্জীবকদের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## ময়মনসিংহ ও শেরপুর

ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার ৭টি উপজেলার মোট ১৬টি স্থানে এবারের নারী দিবস উদযাপিত হয়। ময়মনসিংহের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে- আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ শহর, নান্দাইল উপজেলা, জাহাঙ্গীরপুর, ঘোগা, খাগডহর ও চর নিলবিয়া ইউনিয়ন। শেরপুরের স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে- শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, শ্রীবরদী উপজেলা, হাতিবান্দা ও কাকিলাকোরা ইউনিয়ন। এর মধ্যে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার আনন্দমোহন কলেজ ইউনিটের আয়োজনটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানটি ছিল দুই পর্বে

বিভক্ত। প্রথম পর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি আকর্ষনীয় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

### নেত্রকোনা জেলা

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নেত্রকোনা জেলার ১৩টি স্থানে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে র‌্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ জেলার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে- নেত্রকোনা জেলা সদরের সরকারি কলেজ, জেলা সদর থানার কাইলাটীর অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠাকুরাকোনার বেতাটী বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, সিংহের বাংলার শিমুলজানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চল্লিশা উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিন বিশউড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কলমাকান্দা থানার রংছাতি মাদ্রাসা, বরখাপনের পরিলাকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলমাকান্দা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, দূর্গাপুর মহিলা কলেজ, আটপাড়া উপজেলার আটপাড়া কলেজ এবং আটপাড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন ও তেলিগাতী কলেজ।

## খুলনা অঞ্চল

### খুলনা শহর

নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ খুলনা শহরের টুটুপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের জেলা সভাপতি আফরোজা বেগম, ‘সুজন’ এর জেলা সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল খালেক ও স্কুল শিক্ষিকা মিনতী রায় প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবী জানান। এছাড়া নারী নির্যাতন বন্ধে সবাইকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। সভা শেষে একটি ১২০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

## ডুমুরিয়া উপজেলা সদর, খুলনা

ডুমুরিয়া উপজেলার ডুমুরিয়া মহা বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের খুলনা জেলা সভাপতি অধ্যাপিকা লুৎফুন্নেছা। আলোচনা সভা শেষে স্থানীয় নারীনেত্রীসহ দুই শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

## গুটুদিয়া ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা

নারী দিবস উপলক্ষে গুটুদিয়া ইউনিয়নের কুলটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন ইউপি সদস্য সন্ধ্যা রাণী ও নারীনেত্রী পার্বতী ফৌজদার। বক্তারা নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিয়ে নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে ৭৫ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে বের হওয়া একটি র‍্যালি কুলটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

## সাহস ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা

নারী নির্যাতন রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে নোয়াকাটি স্কুল প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মোমেনা বেগম, শিক্ষক অজিত রায় চৌধুরী, স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসিনা বেগম প্রমুখ। সভা শেষে অর্ধ শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## রংপুর ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা

৮ মার্চ রংপুর ইউনিয়নের কাতিলতা মোড়ে মা সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে অংশ নেন রংপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরমানন্দ ঢালী, শিক্ষিকা রনজিতা মল্লিক, স্থানীয় ইউপি সদস্য পারভীন আক্তার প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## তেরখাদা উপজেলা, খুলনা

নারী শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার মধ্য দিয়ে ৮ মার্চ তেরখাদা উপজেলার সদরের শহীদ স্মৃতি বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রভাষক রেহেনা আক্তার, শাহেদা আহমেদ, উন্নয়ন কর্মী অঞ্জলী কীর্ত্তনীয়া ও সীমা মল্লিক প্রমুখ। এর আগে স্থানীয় নারীনেত্রী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## আজগড়া ইউনিয়ন, তেরখাদা উপজেলা, খুলনা

নারী দিবসে আজগড়া ইউনিয়নের আজগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন স্কুল শিক্ষিকা রীনা মল্লিক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মমতা রানী রায় প্রমুখ। বক্তারা নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভা শেষে বের হওয়া একটি র‍্যালি আজগড়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

## রুপসা উপজেলা, খুলনা

রুপসা উপজেলার রাজাপুরে শতাধিক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন অধ্যাপিকা শাহানারা বেগম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা আনজুমান আরা ও সাবেক ইউপি সদস্য খায়রুন্নেছা। র‍্যালির পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং নারী দিবসের চেতনা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

## আইচগাতী ইউনিয়ন, রুপসা উপজেলা, খুলনা

নারী দিবস উপলক্ষে রুপসা উপজেলার আইচগাতী ইউনিয়নের সোনামনি কিন্ডার গার্টেনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্কুল শিক্ষিকা রিতা রহমান, শিউলি আক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী বিউটি বিশ্বাস ও নারীনেত্রী পারভীন আক্তার প্রমুখ। আলোচকগণ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে নারীদেরকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান।

## আড়ংঘাটা ইউনিয়ন, রুপসা উপজেলা, খুলনা

নারী দিবসে আড়ংঘাটা ইউনিয়নে র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র‍্যালির পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ডা: সুশান্ত বিশ্বাস, স্কুল শিক্ষিকা সুমি আক্তার প্রমুখ। বক্তাগণ নারী নির্যাতন রোধে নারীদেরকে শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সাংস্কুতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মনিহার স্কুলের শিক্ষিকা শাহিদা আক্তার।

## খালিসপুর উপজেলা, খুলনা

খালিসপুর উপজেলার হাউজিং এলাকায় র‍্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে নারী দিবস পালিত হয়েছে। সভায় বক্তব্য দেন ‘সুজন’ এর খুলনা মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব লোকমান হাকিম, দূর্জয় নেটওয়ার্কের কার্যকরী সদস্য তাছলিমা আক্তার ও সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কমিশনার রোকেয়া বেগম। সভা শেষে বের হওয়া র‍্যালিটি খালিশপুরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে।

## দৌলতপুর উপজেলা, খুলনা

নারী দিবস উপলক্ষে দৌলতপুর উপজেলার পাবলা রোডের ব্রাইট কোচিং সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক বেলায়েত হোসেন, শিক্ষিকা বীনা আক্তার, সাবেক কমিশনার খুকু মনি প্রমুখ।

## চালনা ইউনিয়ন, দাকোপ উপজেলা, খুলনা

বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে চালনা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। বড় খালিসা এলাকা থেকে বের হওয়া র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এ্যাডভোকেট নির্মল কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষিকা ইতিমা বিশ্বাস, নারীনেত্রী সুদিপ্তা রুম্পা প্রমুখ। এ ছাড়া স্থানীয় স্কুলের শিক্ষার্থীসহ প্রায় ১শ’ ২০জন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

## আটরা ইউনিয়ন, দাকোপ উপজেলা, খুলনা

নারী দিবসে আটরা ইউনিয়নের আটরা শ্রীনাথ স্কুল প্রাঙ্গনে সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য ইমরান মোড়ল, সাথী আক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী রিজিয়া আক্তার শিলা প্রমুখ। র‍্যালির পূর্বে উপস্থিত সকল নারী হাতে হাত রেখে নারী নির্যাতন রোধ ও অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়ার শপথ নেন।

## বটিয়াঘাট উপজেলা, খুলনা

৮ মার্চ সকাল ১০টায় বাটিয়াঘাটা উপজেলার বিআরডিবি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম। সভার প্রধান আলোচক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শান্তি রঞ্জন চাকমা তাঁর বক্তব্যে নারীদেরকে মর্যাদাপূর্ণ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও নারীনেত্রী ভববতী গোলদার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে চার শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

নারী দিবস উপলক্ষে বটিয়াঘাটা ইউনিয়নের হেতালবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী শিখা বিশ্বাস, সুচিত্রা বাছাড় ও কলেজ শিক্ষক শ্রী পঞ্চানন বিশ্বাস প্রমুখ। বক্তারা ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে নারীদের সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## জলমা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

নারী দিবস উপলক্ষে জলমা ইউনিয়নের স্বরস্বতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী ভগবতী বিশ্বাস, সুপ্রিয়া গাইন ও ডা: তরুণ দাশ প্রমুখ। তারা বলেন, আমাদের নারীরা শিক্ষা ও পুষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পুরুষদেরকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তারা।

## বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

আলোচনা সভা ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রীনা বেগম। বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী সত্তদা বেগম। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই ১৮ বছরের নীচে বিয়ে দেয়া ঠিক নয়। এর অন্যথা হলে শারিরিক ও মানসিকভাবে নারীদেরকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই বাল্য বিবাহ বন্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

## মোংলা উপজেলা, বাগেরহাট

সমাবেশ ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে মোংলা উপজেলা সদরে নারী দিবস পালিত হয়। উপজেলা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নুর আলম বাবু এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বেগম কামরুন্নাহার হাই প্রমুখ। বক্তারা নারীকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সকলকে আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে নারীনেত্রীদের নেতৃত্বে বের হওয়া একটি র‍্যালি উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

## বেতাগা ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

নারী দিবস উপলক্ষে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান স্বপন দাস ও ইউপি সদস্য মল্লিকা দাস প্রমুখ। স্বপন দাস তাঁর বক্তব্যে বেতাগা ইউনিয়নে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের ঘোষণা প্রদান করেন। আলোচনা সভা শেষে শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## শুভদিয়া ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

শুভদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নারী দিবস পালিত হয়। সভায় অংশ নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান এম. এ. আউয়াল নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বন্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

## কোটালীপাড়া উপজেলা সদর, গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়া উপজেলা সদরে পালিত হয় নারী দিবস। এ উপলক্ষে কমলকুড়ি স্কুলে স্থানীয় নারীনেত্রীদের নেতৃত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রেনুকা বিশ্বাস, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা শ্রীমোই বাগচী প্রমুখ। সভায় বক্তারা নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মালিকানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

## ঘাঘর ইউনিয়ন, কোটালীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ

নারী দিবস উপলক্ষে ঘাঘর ইউনিয়নের বাগান উত্তর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা সবিতা বনিক, শাহনাজ বেগম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক নিমাই বৈদ্য প্রমুখ। বক্তারা নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে নারীদেরকে সংগঠিত হয়ে যে কোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সভায় ৬০জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

## শুয়াগ্রাম ইউনিয়ন, কোটালীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ

৮ মার্চ, শুয়াগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শুয়াগ্রাম ইউনিয়নে নারী দিবস পালিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা নিলিমা হাজরা ও ইউপি সদস্য নমিতা বিশ্বাস প্রমুখ। সভা শেষে শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## কুশলা ইউনিয়ন, কোটালীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ

র‍্যালির মাধ্যমে কুশলা ইউনিয়নের লাকীর পাড়ে নারী দিবস পালিত হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন স্কুল শিক্ষিকা মনিকা হায়দার, ইউপি সদস্য সুচিত্রা হালদার ও দিপালী হালদার প্রমুখ। র‍্যালিতে বিভিন্ন বয়সের ৭৫জন নারী-পুরুষ অংশ নেন।

## রাধাগঞ্জ ইউনিয়ন, কোটালীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ

নারী দিবস উপলক্ষে রাধাগঞ্জ ইউনিয়নের নারকেল বাড়ি স্কুল প্রাঙ্গনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অংশ নেন ইউপি সদস্য ললিত হালদার, শিক্ষক মনোজ কান্তি বিশ্বাস ও সমাজ সেবক প্রভাত কুমার রায়। বক্তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। সমাবেশ শেষে নারকেল বাড়ি থেকে (বাদ) একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## ফুলতলা উপজেলা সদর, গোপালগঞ্জ

ফুলতলা উপজেলা চত্বরে উপজেলা কেজি স্কুল প্রাঙ্গনে নারী দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডা: রুবিনা হক, সমাজ সেবক মুস্তাফিজুর রহমান ও স্কুল শিক্ষক সুতপা দেবী প্রমুখ। বক্তারা নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকল অসমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। পরে বের হওয়া একটি র‍্যালি উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

## দামোদর ইউনিয়ন,ফুলতলা উপজেলা সদর, গোপালগঞ্জ

নারী দিবসে দামোদর গ্রামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পুষ্টি বিষয়ক কর্মী মুক্তা ইসলাম, শিক্ষিকা নার্গিস আক্তার ও মনোয়ারা বেগম প্রমুখ। সভা শেষে প্রায় ৫০জনের উপস্থিতিতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ফুলতলা জামিয়া রোডের কিছু অংশ প্রদক্ষিণ করে।

## বাগেরহাট সদর উপজেলা

নারী দিবসে বাগেরহাটের মাহাফুজা খানম বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সেলিনা হোসেন। বক্তব্য রাখেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ হাছিবুর রহমান ও শেখ আব্দুল গনি প্রমুখ। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

## ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন,বাগেরহাট সদর উপজেলা

নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার মাধ্যমে ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দর ঘেনো গ্রামের ‘দোয়েল গণকেন্দ্র’-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইউপি সদস্য শেখ ইকরামুল কবির ও বিএসসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবু রবীন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখ। সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

## কাড়াপাড়া ইউনিয়ন,বাগেরহাট সদর উপজেলা

৮ মার্চ, নারী দিবসে কাড়াপাড়া ইউনিয়নের মগরা গ্রামের ‘যমুনা গণকেন্দ্র’ এ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য মোল্লা আলমগীর হোসেন ও শিক্ষক শেখ আজহার আলী প্রমুখ। সভায় ১২৩ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

# জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নারী দিবস উদযাপন

## বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

নানা আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি আর্ন্তজার্তিক নারী দিবস উদযাপন করে। এ উপলক্ষে ৭ মার্চ রাজধানীর রবীন্দ্র সরোবরে এক কনসার্টের আয়োজন করা হয়। নারী জাগরণমূলক গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়। সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রশান্তি-শিশুদল। এরপর একটি পথনাটক মঞ্চস্থ হয়। বাল্য বিবাহ কিভাবে একজন নারীর জীবনে করুণ পরিণতি বয়ে আনে তারই প্রকাশ ঘটে নাটকটিতে। নাটক শেষে নারী দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন সমিতির নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সালমা আলী। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমাজে পারিবারিক সহিংসতাসহ অন্যান্য সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষভাগে গান পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী হায়দার হোসেন। তিনি তার জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবার জন্য সবার প্রতি বিশেষ করে পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানান।

নারী দিবস উপলক্ষে ৭ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে গুলশান কমিউনিটি লেডিস ক্লাবে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৮ মার্চ গাজীপুরে একটি র‌্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত র‌্যালিতে প্রশান্তির ১০জন শিশু অংশগ্রহণ করে। উক্ত পথসভাটি বানিয়াচালা হতে মেম্বার বাড়ী হয়ে গাজীপুর রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত পদক্ষিণ করে। ৮ মার্চ আগারগাঁও ঈদগাঁ মাঠে সমিতির উদ্যোগে এক টিএফডি শো এর আয়োজন করা হয়। ১০ মার্চ মিরপুর ২ নং ওর্য়াড কমিউনিটি সেন্টারে বার্ষিক কনভেনশন এর আয়োজন করা হয় এবং সেখানে একটি টিএফডি শো প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া ৯ মার্চ যশোর জেলার বাগআঁচড়া এবং ১২ মার্চ বরিশালের টুংগিবাড়িয়া ইউনিয়নের বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির আইন সহায়তা কেন্দ্রে নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

## বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস-২০১৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ এর পক্ষ থেকে মাসব্যাপী কার্যক্রম নেয়া হয়। এসব কর্মসূচি নীচে তুলে ধরা হলো:

### জাতীয় পর্যায়ে সংস্থার কাজ ঃ

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গণজাগরণ মঞ্চ (শাহবাগ), জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, জাতীয় মহিলা পরিষদ এবং এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গ্রহীত কর্মসূচীতে বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ৯ মার্চ জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও পরবর্তীতে শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ওয়াইডাব্লিউসিএ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

### স্থানীয় পর্যায়ে সংস্থার কাজ ঃ

র‍্যালী ও আলোচনা সভা ঃ  বিভিন্ন এনজিও'র সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউ'র প্রত্যেকটি শাখা  র‍্যালি ও মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। এসব আলোচনা সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার হাজার  হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

**নারী সমাবেশ ও উঠান বৈঠক ঃ** স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যে নারীর অধিকার, পরিবার এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য মজুরী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন এলাকাতে নারী সমাবেশ ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ ঃ** নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউ'র প্রত্যেকটি শাখার কর্ম এলাকায় পোস্টারিং করা হয়। এ ছাড়া জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ** বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এরমধ্যে রয়েছে- নাচ, গান, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কণ, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ও গল্প বলা ইত্যাদি। এতে ওয়াইডাব্লিউসি'র স্টাফ সদস্য, কিশোরী  শিক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

**সফল নারীর আত্মকথন ঃ** নেত্রকোনা জেলায় সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার আয়োজনে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৪ জন নারীনেত্রী তাদের সফলতার কথা বলার সুযোগ পান।

**আধাঁর ভাঙ্গার রাত ঃ** ৮ই মার্চ সন্ধ্যায় পাবনা শহরে বেশ কয়েকটি এনজিও এর যৌথভাবে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে 'আধাঁর ভাঙ্গার রাত' উদযাপনের মাধ্যেমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে পাবনা ওয়াইডাব্লিউসিএ একাত্বতা প্রকাশ করে।

**ঘোষণাপত্র পাঠ ঃ** জাতীয় মহিলা সমিতির পরিচালনায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ অংশগ্রহণ করে।

## কারিতাস বাংলাদেশ

একজন নারীকে মর্যাদা দেয়া; তার নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে গোটা জাতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশায় কারিতাস বাংলাদেশ তার কর্ম এলাকায় পালন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩। মোট ৩৪টি স্থানে কর্মসূচি পালিত হয়। এসব কর্মসূচিতে ২৬ হাজার নারীসহ প্রায় ২৯ হাজার জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলোতে নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত অধিকার অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কারিতাস এর আলোঘর প্রকল্পের স্কুলসমূহে র‍্যালি ও সমাবেশের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, আদিবাসী নেতা, কারিতাস আলোঘর প্রকল্পের স্কুলসমূহের ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী এবং কারিতাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**সমাপ্ত**

---